প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

পাঠ নং ১৪ – অনুগ্রহকরে পাঠ করুন প্রেরিত ১৬:১-৪০ আবার পাঠ করুন। থিম: দিন এবং রাতে আমরা যা করি তা কী চিরকাল গুরুত্বপূর্ণ হবে?

প্রেরিত ১৬ এ অব্যাহত রেখে, আমরা লক্ষ্য করি যে অনেকগুলি আকর্ষণীয় বিষয় রয়েছে যা সম্বোধন করা যেতে পারে...তিমথির খৎনা, পাকরুহের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অগ্রণী, ৯ আয়াতে একটি দর্শন (পৌলের জীবনে মোট ৬ বার ছিল)। লুদিয়া এবং তার পরিবারের পাশাপাশি করারক্ষক এবং তার পরিবারের রূপান্তরিত হন এবং তরিকাবন্দী নেন। একজন ক্রীতদাসের মেয়ের ভিতর থেকে মন্দ আত্মাকে সরিয়ে দেওয়া এবং আরও অনেক কিছু।

যেহেতু আমাদের জোর সুসমাচার প্রচারের একটি বড় চিত্র দেখতে পাই এবং মসিহের রাজ্য বিস্তার, কীভাবে আমরা প্রত্যেকে এমন কিছু চিন্তাভাবনা বের করতে পারি যা আমাদের পাক রুহের দ্বারা কোথায় স্থাপন করা হয়েছে তা বুঝতে আবেগের সাথে বাঁচতে সহায়তা করবে কী? পাঠ ১৪ এ এই দিকটি অন্বেষণ করার চেষ্টা করবো।

-ইউহোন্না ৯:৪ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, বেলা থাকতে থাকতে তাঁর কাজ করা আমাদের দরকার। রাত আসছে, তখন কেউই কাজ করতে পারবে না।

আজকের প্রশ্ন: আমরা যদি সত্যই সত্যটি বুঝতে পারি যে আমরা পৃথিবীতে, দিন বা রাতে যা করি তা নির্ধারণ করে যে আমরা কীভাবে অনন্তকাল ব্যয় করব?

আমরা কি বুঝতে পারি যে কেবল দুটি সম্ভাব্য চিরন্তন গন্তব্য সমস্ত মানুষের মুখোমুখি?

চিরন্তন দিন নাকি চিরন্তন রাত? প্রতিটি ব্যক্তি এই "দিনের এবং রাতের" পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে এবং তাদের মৃত্যুর পরে সময় কখনই শেষ হবে না, বরং দিন বা রাতের অনন্তকাল প্রবেশ করবে। -মথি ৮:১২, -মথি ২২:১৩; -মথি ২৫:৩০

রাত দুপুরে জেগে উঠলে পর পৌল কী করলেন?

-প্রেরিত ১৬:২৫ তখন প্রায় রাত দুপুর। পৌল ও সীল মুনাজাত করছিলেন এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশে প্রশংসা-কাওয়ালী করছিলেন। অন্য কয়েদীরা তা শুনছিল।

-প্রেরিত ১৬:২৯-৩৩ তখন সেই জেল-রক্ষক একজনকে বাতি আনতে বলে নিজে ছুটে ভিতরে গেলেন এবং ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পৌল ও সীলের পায়ে পড়লেন। তার পরে তিনি পৌল ও সীলকে বাইরে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, “বলুন, নাজাত পাবার জন্য আমাকে কি করতে হবে?” তাঁরা বললেন, “আপনি ও আপনার পরিবার হযরত ঈসার উপর ঈমান আনুন, তাহলে নাজাত পাবেন।” পৌল আর সীল তখন জেল-রক্ষক ও তাঁর বাড়ীর সকলের কাছে মাবুদের কালাম বললেন। জেল-রক্ষক সেই রাতেই পৌল আর সীলকে নিয়ে গিয়ে তাঁদের শরীরের কাটা জায়গাগুলো ধুয়ে দিলেন, আর তিনি ও তাঁর পরিবারের অন্য সবাই তখনই তরিকাবন্দী নিলেন।

-প্রেরিত ১৬:৯-১০ রাতের বেলায় পৌল একটা দর্শনে দেখলেন, ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশের একজন লোক দাঁড়িয়ে তাঁকে মিনতি করে বলছে, “ম্যাসিডোনিয়াতে এসে আমাদের সাহায্য করুন।” পৌল এই দর্শন দেখবার পর আমরা ম্যাসিডোনিয়াতে যাবার জন্য তখনই প্রস্তুত হলাম, কারণ আমরা বুঝতে পারলাম ম্যাসিডোনিয়ার লোকদের কাছে মসীহের বিষয়ে সুসংবাদ তবলিগ করবার জন্যই আল্লাহ্‌ আমাদের ডেকেছেন।

আমরা কি প্রতিটি কাজকে একটি পবিত্র কাজ এবং প্রতিটি স্থানকে এবাদতের স্থান করে নিই? আমরা কি কাজ করি এবং [মোনাজাত] পাক রুহের সাথে কথোপকথন করি যেমন আমরা চলাফেরা করি, কথা বলি, কাজ করি এবং দিন এবং রাতের সমস্ত জাগ্রত সময় জুড়ে বিশ্রাম করি?

-প্রেরিত ১৬:১৩-১৫ বিশ্রামবারে আমরা শহরের সদর দরজার বাইরে নদীর কাছে গেলাম; মনে করলাম সেখানে ইহুদীদের মুনাজাত করবার জায়গা আছে। সেখানে যে স্ত্রীলোকেরা মিলিত হয়েছিলেন আমরা তাঁদের কাছে বসে কথা বলতে লাগলাম। যাঁরা শুনছিলেন তাঁদের মধ্যে থুয়াতীরা শহরের লুদিয়া নামে একজন স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি বেগুনী রংয়ের কাপড়ের ব্যবসা করতেন। ইহুদী না হলেও তিনি আল্লাহ্‌র এবাদত করতেন। প্রভু লুদিয়ার দিল এমনভাবে খুলে দিলেন যাতে তিনি পৌলের কথা মন দিয়ে শুনে ঈমান আনেন। এতে তিনি ও তাঁর বাড়ীর সকলে তরিকাবন্দী নিলেন। এর পরে তিনি এই বলে আমাদের

দাওয়াত করলেন, “যদি আমাকে আপনারা প্রভুর উপর ঈমানদার বলে মনে করেন তবে আমার বাড়ীতে এসে থাকুন।” এই কথা বলে তিনি আমাদের সাধাসাধি করে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

-প্রেরিত ২০:৩১ এইজন্য আপনারা সাবধান থাকুন। মনে রাখবেন, তিন বছর ধরে দিনরাত চোখের পানির সংগে আমি আপনাদের প্রত্যেককে সাবধান করেছিলাম, কখনও চুপ করে থাকি নি।

-রোমীয় ১৩:১২ রাত প্রায় শেষ, ভোর হয়ে আসছে; এইজন্য এস, আমরা অন্ধকারের কাজ ছেড়ে দিয়ে নূরের অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিই।

-১ থিষলনীকীয় ৫:৪-৬ কিন্তু ভাইয়েরা, তোমরা তো অন্ধকারে বাস করছ না যে, সেই দিনটা চোরের মত তোমাদের উপর এসে পড়বে। তোমরা তো সবাই নূরের ও দিনের লোক। আমরা রাতের বা অন্ধকারের লোক নই। সেইজন্য অন্যদের মত যেন আমরা না ঘুমাই, বরং জেগে থাকি এবং নিজেদের দমনে রাখি।

-২ থিষলনীকীয় ৩:৭-৮ কিভাবে আমাদের মত হয়ে চলা উচিত তা তোমরা নিজেরাই জান। তোমাদের মধ্যে থাকবার সময়ে আমরা অলস ভাবে চলি নি, কিংবা দাম না দিয়ে কারও খাবার খাই নি। আমরা দিনরাত পরিশ্রম আর কষ্ট করেছি যাতে আমরা তোমাদের কারও বোঝা হয়ে না পড়ি।

-দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৫-৭ তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত দিল, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে মহব্বত করবে। এই সব হুকুম যা আজ আমি তোমাদের দিচ্ছি তা যেন তোমাদের অন্তরে থাকে। তোমাদের ছেলেমেয়েদের তোমরা বার বার করে সেগুলো শিখাবে। ঘরে বসে থাকবার সময়, পথে চলবার সময়, শোবার সময় এবং বিছানা থেকে উঠবার সময় তোমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে।

আমাদের কী অনবরত মোনাজাত করা উচিত নয়?

-রোমীয় ১:৯ ইব্‌নুল্লাহ্‌র বিষয়ে সুসংবাদ তবলিগ করে আমার সমস্ত দিল দিয়ে আমি আল্লাহ্‌র এবাদত করছি। আমি যতবার মুনাজাত করি ততবারই যে তোমাদের কথা মনে করে থাকি, তিনিই তার সাক্ষী।

-১ থিষলনীকীয় ৫:১৬-১৮ সব সময় আনন্দিত থেকো, সব সময় মুনাজাত কোরো, আর সব অবস্থার মধ্যে আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানায়ো; কারণ মসীহ্‌ ঈসার মধ্য দিয়ে তোমাদের জন্য তা-ই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

-১ থিষলনীকীয় ৩:৯-১১ তোমাদের দরুন আল্লাহ্‌র সামনে আমাদের যে আনন্দ, তার বদলে কেমন করে যে তাঁকে তোমাদের জন্য শুকরিয়া জানাব তা আমরা জানি না। আমরা দিনরাত আল্লাহ্‌র কাছে দিল থেকে অনুরোধ জানাচ্ছি যেন আমরা তোমাদের দেখতে পাই এবং তোমাদের ঈমানের মধ্যে যে অভাব আছে তা পূরণ করতে পারি। আমাদের পিতা ও আল্লাহ্‌ নিজে এবং আমাদের হযরত ঈসা যেন তোমাদের কাছে যাবার পথ ঠিক করে দেন।

আমরা কোথায় অনন্তকাল কাটাব? কখনই শেষ না হওয়া দিনে বা শেষ না হওয়া রাতে?

-প্রকাশিত কালাম ২২:১৭ পাক-রূহ্‌ এবং কনে বলছেন, “এস।” আর যে এই কথা শুনছে সেও বলুক, “এস।” যার পিপাসা পেয়েছে সে আসুক এবং যে পানি খেতে চায় সে বিনামূল্যে জীবন্তপানি খেয়ে যাক।

-প্রকাশিত কালাম ২০:১০, ১৫ যে তাদের ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিল সেই ইবলিসকে জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে ফেলে দেওয়া হল। সেই জন্তু আর ভণ্ড নবীকে আগেই সেখানে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তারা চিরকাল ধরে দিনরাত যন্ত্রণা ভোগ করবে। [আয়াত ১৫] যাদের নাম সেই জীবন্তকিতাবে পাওয়া গেল না, তাদেরও আগুনের হ্রদে ফেলে দেওয়া হল।

আমরা যদি সত্যই সত্য বুঝতে পারি যে আমরা পৃথিবীতে, দিন এবং রাতে যা করি তা নির্ধারণ করি যে আমরা কীভাবে অনন্তকাল পার করবো?

আমরা কি পৌলের মতো হতে পারি, দিন বা রাতে, এই মৃত দুনিয়ায় ঈসা মসিহের ভালবাসা ঘোষণা করার জন্য?

প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

-প্রেরিত ১৬:২৯-৩১ তখন সেই জেল-রক্ষক একজনকে বাতি আনতে বলে নিজে ছুটে ভিতরে গেলেন এবং ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পৌল ও সীলের পায়ে পড়লেন। তার পরে তিনি পৌল ও সীলকে বাইরে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, “বলুন, নাজাত পাবার জন্য আমাকে কি করতে হবে?” তাঁরা বললেন, “আপনি ও আপনার পরিবার হযরত ঈসার উপর ঈমান আনুন, তাহলে নাজাত পাবেন।”

-ইবরানী ৭:২৫ এইজন্য যারা তাঁর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আসে তাদের তিনি সম্পূর্ণ ভাবে নাজাত করতে পারেন, কারণ তাদের পক্ষে অনুরোধ করবার জন্য তিনি সব সময় জীবিত আছেন।

আমরা ঈসা মসিহের প্রতি আমাদের ভালবাসা ঘোষণা করার সময় পৌলের মতো তাড়না আমাদের কাছেও আসবে বলে আমরা স্বীকার করি। যিনি মারা গেছেন এবং মৃত্যুতে আমাদের জায়গা নিয়েছেন। আমরা কি ঈসা মসিহের ভালবাসায় এতটাই অভিভূত হয়েছি যে আমরা আজকে কাউকে তাঁর সম্পর্কে বলি?

ঈসা মসিহের মধ্যে আমাদের যে অবিশ্বাস্য নিশ্চিত আশা রয়েছে তা অন্যদের জানাতে একটি উপায় হল আমাদের পরিত্রাণের দিন এবং ঘটনাগুলি লেখা, ঠিক যেমন পৌল করেছিলেন। প্রেরিত ৯ এ "নতুন জন্ম"। অনুগ্রহ করে আপনার গল্পটি আমাদের কাছে পাঠান যাতে আমরা আপনার সাথে আনন্দ করতে পারি এবং আল্লাহর মহান কাজকে মহিমান্বিত করতে পারি!

আমরা আপনার প্রশ্ন পেতে চাই। আপনার প্রশ্নগুলি ইংরেজিতে WasItForMeRom832@gmail.com এবং বাংলায় write2stm@gmail.com এই ঠিকানায় পাঠান।

আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যেমন আমাদের স্পষ্টতটা দেওয়া হয়েছে। সময় এবং সুযোগ মসীহে আপনার প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসা - জন + ফিলিস (Jon + Philis)